যুগান্তর

তারিখ 14 JUN 2009
পৃঃ ১৮ কলাম ৭

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়া ফের শুরু

নীতিমালা পর্যালোচনায় কমিটি গঠন

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষকদের চার বছরের অপেক্ষার প্রহর শেষ হচ্ছে। কাটছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত না হওয়ার বন্ধ্যাত্ব। বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী ড. আবুল মাল আবদুল মুহিতের নতুন এমপিও খাতে ১১২ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণার একদিন বাদেই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় 'এমপিও প্রদান' সংক্রান্ত একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করেছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদকে প্রধান করে দশ সদস্যের ওই কমিটি এমপিও প্রদানের বিদ্যমান নীতিমালা পর্যালোচনা করে একে আরও স্বচ্ছ এবং নতুন প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির বিষয়ে সুপারিশ করবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা সুবোধ চন্দ্র ঢালী শনিবার বিকালে নতুন কমিটি গঠনের কথা জানিয়ে বলেন, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে কমিটির সুপারিশ পেশ করার কথা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে সারাদেশে এমপিওভুক্ত হতে পারেনি এমন ৩ হাজার ২১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩০ হাজারেরও বেশি শিক্ষক রয়েছেন। এরা সর্বনিম্ন ৪ বছর থেকে ১০ বছর ধরে এমপিওভুক্ত হতে পারেননি। ২০০৪ সালের শেষ দিক থেকে বন্ধ রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তি কার্যক্রম। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, মূলত এমপিওভুক্তি কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে সরকার তখন বন্ধ করেছিল। এদিকে নতুন সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সাংসদরা নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় চাপের মুখে পড়ে এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে চাপ সৃষ্টি করেন। ২০ এপ্রিল যুগান্তরে প্রকাশিত এক সংবাদে (ওইদিন পর্যন্ত) সাড়ে ৪ হাজার ডিও দিয়েছেন সাংসদরা। জানা গেছে, ২০০৪ সালের সর্বশেষ এমপিওভুক্ত স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৫ হাজার ৪১০টি, কলেজ ২ হাজার ৩৯৭টি, মাদ্রাসা ছিল ৭ হাজার ৩৪২টি, কারিগরি প্রতিষ্ঠান ছিল ৬৬৩টি, অন্যান্য ৪০৬টি। ওই বছর সর্বাধিক ১ হাজার ৮০২টি প্রতিষ্ঠানকে নতুন করে এমপিওভুক্ত করা হয়। এরপর থেকে বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ

প্রতিষ্ঠান : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

প্রতিষ্ঠান : শিক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বন্ধ করা হয়। বিগত [illegible] সরকারের আমলে এ খাতে বাজেটে কোন বরাদ্দ ছিল না। অবশ্য খাতওয়ারি বন্ধ থাকার পরও ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ২৩টি, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৭টি এবং ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ৩০টি প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছিল বলে জানা গেছে।

বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে শনিবার যে দশ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে সরকার সেই কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, অধ্যাপক শাহ আলম, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (কলেজ) মাইন উদ্দিন খন্দকার, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক মোমতাজ উর রশীদ, কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নিতাই চন্দ্র সূত্রধর, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ, জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের সমন্বয়কারী (বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ) অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, শিক্ষক নেতা আবদুল ওয়াহাব সিদ্দিকী ও জাতীয় শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) পরিচালক আহসান আবদুল্লাহ।

নিয়ম অনুযায়ী একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পর প্রথমে পাঠদানের অনুমতি দেয়া হয়, এরপর একাডেমিক স্বীকৃতি। তারপর শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের যোগ্যতা দেখে এমপিওভুক্ত করা হয়।